পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যা

শাইখ আহ্‌মাদ মুসা জিব্‌রিল

পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যা

শাইখ আহ্‌মাদ মুসা জিব্‌রিল

পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যা

শাইখ আহ্‌মাদ মুসা জিব্‌রিল

প্রকাশসময়

৩০ ডিসেম্বর, ২০১৬

প্রকাশ

USWAH-7

ঠিকানা

 /UswahBn

 uswah@tutamail.com

কথামুখ

সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল্‌কুরআন, মানবের মুক্তির দিশা। আজকের মুসলিমদের অধঃপতনের কারণ নিয়ে যদি কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি একটু চিন্তা করেন, তিনি আবিষ্কার করবেন যে, কালামুল্লাহ্‌ চর্চা না করার ফলেই আমাদের আজকের এই করুণ অবস্থা। আজও যদি মুসলিম জাতি তার হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেতে চায়, তবে কালামুল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায় নেই। আর এই কালামুল্লাহ্‌ বোঝার জন্য সত্যপন্থী আলিমদের দ্বারস্থ হওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

ahmadjibril.com কর্তৃক প্রকাশিত 'Tafseer: Surah Al-Ahzab 1-5'-র বাঙলানুবাদ হচ্ছে 'পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যা'। এতে সুরাহ্‌ আহ্‌যাবের প্রথম পাঁচটি আয়াতের ব্যাখ্যা এসেছে।

এ কাজটির সাথে জড়িত সবাইকে আল্লাহ্‌তায়ালা উত্তম প্রতিদান দিন। কাজে ভুলভ্রান্তি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক; ভুল পেলে আমাদের জানাবেন, আমরা শুধরে নেবো ইনশাআল্লাহ্‌।

সম্পাদক
USWAH

সূচিপত্র

[১]সুরাহ্ আহ্যাব, আয়াত: ১-৫

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নবি! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।[২]

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

আপনার কাছে আপনার রবের পক্ষ থেকে যে ওয়াহি আসে তা অনুসরণ করবেন। তোমরা যা করো, সে সম্পর্কে আল্লাহ্ অবহিত আছেন।[৩]

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا

আর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করুন। কর্মবিধায়ক হিসেবে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট।[৪]

[১] শিরোনামটি সংযোজিত। (সম্পাদক)

[২] সুরাহ্ আহ্যাব- ৩৩:১

[৩] সুরাহ্ আহ্যাব- ৩৩:২

[৪] সুরাহ্ আহ্যাব- ৩৩:৩

مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

আল্লাহ্ কোনো মানুষের মাঝে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীরা, যাদের সাথে তোমরা যিহার করে থাকো, তাদেরকে তোমাদের মা করে দেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করে দেননি। এগুলি হচ্ছে তোমাদের মুখের কথা। আল্লাহ্ যথার্থ কথা বলেন এবং তিনি সঠিক পথ দেখান।[৫]

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের নামে ডাক। এটিই আল্লাহ্র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু (বলে গণ্য হবে)। এ ব্যাপারে ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৬]

---

[৫] সুরাহ্ আহ্যাব- ৩৩:৪

[৬] সুরাহ্ আহ্যাব- ৩৩:৫

কিছু আরবি পরিভাষার সংজ্ঞার্থ

ইত্তাকিল্লাহঃ তাকওয়ার ওপর অনড় ও অবিচল থেকে আল্লাহ্‌কে ভয় করো। তাকওয়া সব ভালো আমলকে বেষ্টন করে রাখে এবং সব খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। 'ওইকায়াহ' শব্দ থেকে এর উৎপত্তি, এর অর্থ- সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দেয়া।

কাফিরিনঃ এটি 'কাফির' শব্দের বহুবচন, যা আক্ষরিক অর্থে গোপন করা বুঝায়। কিন্তু শারয়ি পরিভাষায় মুসলিম নয় এমন ব্যক্তিকেই তা বোঝানো হয়। ব্যাপারটি বিস্তারিত বোঝাতে গেলে বলতে হয়, 'সলাহ্'র আক্ষরিক অর্থ দুয়া করা কিন্তু শারয়ি পরিভাষায় বোঝায় ফজর, যুহর, আসর ইত্যাদি। এই একই মূলনীতি কাফির শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যেখানে এর একটি আক্ষরিক অর্থ এবং একটি ইসলামি অর্থ আছে; যা দ্বারা এমন ব্যক্তিকে বোঝায়, যে মুসলিম নয়।
কুফ্‌র চার প্রকার:

১. কুফ্‌রুল ইনকার: এটি নাস্তিকদের কুফ্‌রির মতো, যারা আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। সে না আল্লাহ্‌কে জানে, না আল্লাহ্ বা আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সে অন্তর ও মুখ উভয় প্রকারেই একজন কাফির।

২. কুফ্‌রুল জুহুদ: অন্তরে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা কিন্তু মুখে অস্বীকার করা। যেমন- ইবলিসের কুফ্‌রি কিংবা আহলুল কিতাবের কুফ্‌রি।

৩. কুফ্‌রুল ইনাদ: আত্মসমর্পণের ক্ষেত্রে একগুঁয়েমি করা; অর্থাৎ সে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং স্বীকৃতিও দেয়, কিন্তু অহংকার ও শত্রুতাবশত এই বিশ্বাসের কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। যেমন- আবু জাহ্‌ল এবং তার মতো অন্যান্যদের কুফ্‌র।

৪. কুফ্‌রুন নিফাক: মুখে ইসলামের স্বীকৃতি দেয়া কিন্তু অন্তরে অবিশ্বাস করা।

মুনাফিকুনঃ মুনাফিকুন হচ্ছে মুনাফিকের বহুবচন; এর অর্থ- যারা মুখে ইসলামের প্রতি বিশ্বাস প্রকাশ করে কিন্তু অন্তরে এর বিপরীতটি লুকিয়ে রাখে।

ওয়াকিলাঃ এর অর্থ- তত্ত্বাবধায়ক। একমাত্র আল্লাহ্‌তায়ালাই- তাঁর বান্দা হিশেবে- আমাদের প্রয়োজনীয় সব রিযিকের ব্যবস্থা করেন। আল্লাহ্‌র ওপর মুতাওয়াক্কিল হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ্‌তায়ালাই রিযিকের ফায়সালা করেন, এই বিধান তাঁর কাছ থেকেই আসে; ফলে সে আল্লাহ্‌র ওপরই পরিপূর্ণ ভরসা করে, আর কারও প্রতি করে না। আবুস সাওদ বলেন- 'তাওয়াক্কাল আলাল্লাহ্' হলো, সবকিছু আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দেয়া এবং 'ওয়া কাফা বিল্লাহি ওয়াকিলা' বলতে বোঝায়, এক ও একমাত্র রক্ষক হিসেবে আল্লাহ্‌তায়ালাই যথেষ্ট, যাঁর ওপর আপনি সবকিছু ছেড়ে দিতে পারেন।

তাযহারুনঃ এটি একটি কাজ, যার মাধ্যমে স্বামী তার স্ত্রী থেকে পৃথক হয়। এটি আনুষ্ঠানিক বিবাহবিচ্ছেদ বোঝায় না, কেবল স্ত্রীর সাথে যেকোনো সম্পর্ক থেকে নিজেকে সংযত রাখা বোঝায়। এটি ঘটে তখন যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, 'তুমি আমার কাছে আমার মায়ের মতো'। এটি ছিলো জাহিলিয়াতের যুগে সবচে নিন্দনীয় বিবাহবিচ্ছেদ, যেখানে স্বামী তার স্ত্রীকে বলতো, 'তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো'।

আদয়িয়াকুমঃ এটি 'দায়িয়ুন'-র বহুবচন থেকে এসেছে; এর অর্থ- কাউকে নিজের পুত্র হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া যদিও সে তার পুত্র নয়। এটি ছিলো পালকপুত্র গ্রহণের রেওয়াজ, যা ইসলামে বাতিল করা হয়েছে। যেমন- আয়াত নাযিলের মাধ্যমে পালকপুত্র প্রথা বাতিল হওয়ার আগপর্যন্ত যায়িদ ইবনু হারিসা رضي الله عنه রাসুলুল্লাহ্ صلى الله عليه وسلم-র পালকপুত্র ছিলেন।

আকসাতঃ এ দ্বারা ন্যায়বিচার বোঝায়।

মাওয়ালিকুমঃ এর দ্বারা বিভিন্ন ধরনের আনুগত্য বোঝায়। যেমন- পারিবারিক সম্পর্ক হচ্ছে মাওয়ালি, দাস ও মনিবের মাঝে সম্পর্ক মাওয়ালি, মুসলিমদের মাঝে সম্পর্কও মাওয়ালি।

গাফুরঃ বান্দার গুনাহ মার্জনাকারী।

রাহিমঃ করুণাময়, যিনি বান্দার গুনাহগুলি ক্ষমা করেন।

আয়াত নাযিলের কারণ

১. يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

হে নবি! আল্লাহ্‌কে ভয় করুন এবং কাফির ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।[৭]

হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় কুরাইশরা রাসুল ﷺ-র কাছে যায় এবং একটি প্রস্তাব পেশ করে। তাদের প্রস্তাবগুলোর একটি ছিলো, 'লাত' ও 'উজ্জাকে' (কুরাইশের দুই দেবতা) যেন খারাপভাবে উল্লেখ না করা হয় আর তাদের যেন শাফায়াতকারী হিশেবে মেনে নেয়া হয়। রাসুল ﷺ এই প্রস্তাবকে চরম ঘৃণা করলেন, তখন এই আয়াত নাযিল হয়।

২. مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ

আল্লাহ্ কোনো মানুষের মাঝে দুটো হৃদয় স্থাপন করেননি ।[৮]

এই আয়াতে জামিল বিন মামার আল্‌ফিহরি নামে কুরাইশের একজন সম্পর্কে বলা হয়েছে- যে ছিলো একজন মুখস্থকারী। কুরাইশরা বলতো- তার যদি দুটো অন্তর না থাকতো, সে যা শুনে তাই মুখস্থ করতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে জামিল নিজেই দাবি করতো, 'আমার দুটো অন্তর আছে, আমি এর প্রত্যেকটি দিয়ে মুহাম্মাদের চে বেশি বর্ণনা করতে পারি।'

যাই হোক, বদরে যুদ্ধে যখন মুশরিকেরা পরাজিত হলো, তাদের মাঝে জামিলও ছিলো। আবু সুফিয়ান দেখলো, তার একটি জুতো হাতে ঝুলছে এবং আরেকটি পায়ে। আবু সুফিয়ান তার কাছে অন্যদের কী অবস্থা জানতে চাইলো। জামিল তাকে জানালো যে, তারা পরাজিত হয়েছে। আবু

[৭] সুরাহ্ আহ্‌যাব- ৩৩:১

[৮] সুরাহ্ আহ্‌যাব- ৩৩:৪

সুফিয়ান তাকে জিজ্ঞেস করল, তার এক জুতো পায়ে আরেক জুতো হাতে কেন। জামিল বলল, সে জানে না। এভাবে তারা বুঝতে পারল যে, জামিল মিথ্যাবাদী ছিলো, কারণ স্বাভাবিকভাবে সে কিছু ভুলতো না।

৩. وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ

তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করে দেননি।[৯]

যখন রাসুল ﷺ জয়নাব বিনতু জাহ্‌শ رضي الله عنه-কে বিয়ে করলেন- যিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-র পালক পুত্র যায়িদ ইবনু হারিসা رضي الله عنه-র প্রাক্তন স্ত্রী- তখন ইয়াহুদি ও মুনাফিকেরা রাসুল ﷺ-কে এই বলে অভিযুক্ত করল যে, তিনি তাঁর পুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করেছেন। ইসলামে কখনও নিজ শাশুড়িকে বিয়ে করা জায়িয নয় যদিও কেউ তার স্ত্রীকে তালাক দেয় কিংবা স্ত্রী মারা যায়। ঠিক একই বিধান শ্বশুরের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। তাই মুনাফিকেরা রাসুল ﷺ-কে নিয়ে উপহাস করতে লাগল। এ আয়াতে এটিই পরিষ্কার করা হয়েছে যে, পালকপুত্র নিজ রক্তমাংসের পুত্র নয়।

৪. ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

তোমরা তাদেরকে তাদের পিতাদের নামে ডাক। এটিই আল্লাহ্‌র কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো, তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই ও বন্ধু (বলে গণ্য হবে)।[১০]

বুখারিতে বর্ণিত, উমার رضي الله عنه বলতেন, এই আয়াত নাযিল হওয়ার আগপর্যন্ত যায়িদ رضي الله عنه-কে তাঁরা যায়িদ বিন মুহাম্মাদ বলে ডাকতেন। আয়াত নাযিলের পর থেকে তাঁকে যায়িদ বিন হারিসা বলে ডাকা হয়।

---

[৯] সুরাহ্ আহ্‌যাব- ৩৩:৪

[১০] সুরাহ্ আহ্‌যাব- ৩৩:৫

আয়াত থেকে প্রাপ্ত অনন্য শিক্ষা

১. আল্লাহ্তায়ালা তাঁর রাসুলকে 'يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ- হে নবি' বলে সম্বোধন করেছেন। এ থেকে আমরা শিখতে পারি-

- এভাবে আহ্বানের মাধ্যমে তাঁকে নবি ও রাসুল হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং এর মাধ্যমে রাসুল ﷺ-র অবস্থানকে সম্মানিত করা হয়েছে।
- আমরা তাঁকে 'ইয়া মুহাম্মাদ' বলে ডাকতে পারবো না বরং আরও সম্মানের সাথে সম্বোধন করতে হবে। যেহেতু আল্লাহ্তায়ালা রাসুল ﷺ-কে এই পদ্ধতিতে সম্বোধন করেন, তাই আমাদের উচিত এরচে আরও উত্তমরূপে বা এইরূপে সম্বোধন করা।
- এর মাধমে রাসুল ﷺ-কে অন্যান্য নবির চে বিশেষ গুণে সম্মানিত করা হয়েছে। যেমন- আল্লাহ্তায়ালা কুরআনে অন্যান্য নবিদের 'ইয়া আদম, ইয়া নুহ, ইয়া ইব্রাহিম, ইয়া মুসা, ইয়া দায়ুদ' বলে সম্বোধন করেছেন, যেন রাসুল ﷺ-র সাথে তাঁদের বৈসাদৃশ্য সুস্পষ্ট হয়। যখন নবি মুহাম্মাদ ﷺ-র নাম কুরআনে সরাসরি উল্লেখ করা হয়, তখন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নামের পরে কোনো কিছু যুক্ত করে তা উল্লেখ করেন- যা তাঁর নবুওয়াতকেই ইঙ্গিত করে- যেন 'হে আল্লাহ্র রাসুল- رسول الله' বলে কাকে বোঝানো হচ্ছে, তা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। 'মুহাম্মাদ' নামটি কুরআনে একবারই পাওয়া যায়, যেখানে আল্লাহ্তায়ালা এই স্বীকৃতি দেন যে, মুহাম্মাদ ﷺ হচ্ছেন আল্লাহ্র প্রেরিত রাসুল।

২. কেন আল্লাহ্তায়ালা তাঁর নবিকে বললেন, 'اتَّقِ اللَّهَ- আল্লাহ্কে ভয় করুন', যেখানে রাসুল ﷺ স্বয়ং তাকওয়ার ওপর আছেন?

- এটি হচ্ছে একটি অনুস্মারক, যেন তাকওয়ার পথে অবিচল থাকা যায় এবং কোনোরকম পরিসমাপ্তি ছাড়াই অগ্রগামী হওয়া যায়। যখন আমরা সলাতে বলি 'اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ- আমাদের সরল পথ দেখান', এর মানে এই নয় যে আমরা সঠিক পথে নেই, বরং এর

মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে আমাদের যেন সঠিক পথে পরিচালনা করা হয় এবং ক্রমবর্ধমান রাখা হয়, কারণ এই জীবনে সংগ্রাম কখনও শেষ হবার নয়।

— কিছু আলিম দাবি করেন, যদিও এতে রাসুল ﷺ-কে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে তথাপি এর মাধ্যমে সমগ্র মুসলিম উম্মাহ্‌কে সতর্ক করা হয়েছে; এর দলিল হচ্ছে আয়াতের শেষে আল্লাহ্‌তায়ালা বলেছেন-

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অবহিত আছেন।[১১]

যখন কিছু মানুষকে বলা হয় 'ইত্তাকিল্লাহ', তারা তখন রেগে যায় অথচ এখানে প্রমাণ হয় যে, সৃষ্টির সেরা মানব মুহাম্মাদ ﷺ-কেও পর্যন্ত তা বলা হয়েছিল।

৩. জাহিলিয়াহ্‌র সময়ে মানুষের মাঝে 'কোনো কিছু ঘটার আগে অন্তরে অনুভূত হওয়া'-র মতো গোপন কিছু কুসংস্কার ছিলো।

ওই আয়াতগুলিতে তিনটি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে-

ক. কারও পক্ষেই দুটো অন্তরের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়।

খ. যিহার নেই: 'তুমি দেখতে আমার মায়ের মতো'- বললে তালাক হবে না, যা কুরাইশদের মাঝে প্রচলিত ছিলো।

গ. দত্তকগ্রহণ নেই: আপন সন্তান হিসেবে দত্তক নেয়া যাবে না, নিজ রক্তসম্পর্কের সন্তান ছাড়া অন্য কাউকে নিজের সন্তান হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না।

কেন দুই অন্তরের বিশ্বাসকে অন্য দুটো বিশ্বাস থেকে বেশি গুরত্ব দেয়া হয়ছে? এই তিনটি দাবিই কুরাইশদের অযৌক্তিক দাবি হওয়া সত্ত্বেও এটি উপলব্ধি করা যায় যে, পরের দুটো বিশ্বাস (যিহার ও দত্তকগ্রহণ) এই দুই অন্তরের বিশ্বাস নামক ভ্রান্তির কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ দুই অন্তরের বিশ্বাসকে মিথ্যা মনে করে, তবে সে কখনোই হাস্যকর যিহার (কাউকে নিজের মায়ের মতো মনে হয় বলে তালাক দেয়া) এবং দত্তক নেয়াকে (কাউকে নিজ নামের সাথে মিলিয়ে ডাকা, যেন সে তার পুত্র) গ্রহণ করবে না।

---

[১১] সুরাহ্‌ আহ্‌যাব- ৩৩:২

৪. ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ

এগুলি হচ্ছে তোমাদের মুখের কথা।[১২]

এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে, আমরা মুখে অনেক কিছুই বলি কিন্তু প্রকৃত অর্থে এসব বক্তব্যের কোনো সত্যতা বা বৈধতা নেই। যেমন- যদি একটি স্কুলে একটি লিখিত নিয়ম থাকে যে, সেখানে হাফপ্যান্ট পরা যাবে না কিন্তু তা সত্ত্বেও সবাই এটি পরে, তবে আমরা বলি- এই নিয়ম শুধু 'কাগজে কলমেই' আছে। ওপরের তিনটি বিষয় ঠিক এরকম। কেউ তার স্ত্রীকে 'তুমি আমার মায়ের মতো' বলে তালাক দিল, একইভাবে একজনকে কেউ পুত্র দাবি করল অথচ প্রকৃতপক্ষে সে পুত্র নয় এবং মানুষ হয়তো এই বিশ্বাস করল, একজন মানুষ দুই অন্তরের অধিকারী হতে পারে- এগুলো সবই মিথ্যা।

বদরে জামিলের এই ভণ্ডামি প্রকাশিত হওয়ার আগপর্যন্ত কুরাইশরা বিশ্বাস করতো প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষেরই দুটো অন্তর আছে। এ থেকে আমাদের শেখার আছে যে, যদি কোনো বিশ্বাস মানুষের মাঝে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়ও হয় কিন্তু ইসলামে এর কোনো ভিত্তি না থেকে থাকে, তবে ইসলামে এর কোনো স্থান নেই।

৫. هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ

এটিই আল্লাহ্‌র কাছে ন্যায়সঙ্গত।[১৩]

এটিই ন্যায়সঙ্গত যে, কারও দুটো অন্তর আছে দাবি করা যাবে না, কেউ তার স্ত্রীক 'তুমি দেখতে আমার মায়ের মতো' বলে তালাক দিতে পারবে না এবং নিজ পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে নিজের পুত্র হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া যাবে না। এর বিপরীতটাই হলো জুল্‌ম।

---

[১২] সুরাহ্‌ আহ্‌যাব- ৩৩:৪

[১৩] সুরাহ্‌ আহ্‌যাব- ৩৩:৫

আয়াত থেকে প্রাপ্ত বিধানসমূহ

১. মুহাম্মাদ ﷺ কি ভুল করতেন?

মুহাম্মাদ ﷺ পার্থিব বিষয়ে ভুল করতে পারেন। যেমন- সাহাবিরা রাসুল ﷺ-র কাছে আসলেন এবং তাঁর কাছে তাঁদের গাছগুলি শুকিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে উপদেশ চাইলেন। তখন রাসুল ﷺ গাছের পাতাগুলি ছেঁটে ফেলতে বললেন। তাঁরা তাঁর কথামতো গাছের পাতাগুলি ছেঁটে ফেললেন কিন্তু অবস্থা আরও খারাপ হলো। তখন রাসুল ﷺ তাঁদের বললেন, 'তোমরা পার্থিব বিষয়গুলিতে আমার চে বেশি জ্ঞানী।' কিন্তু নবিগণ ছিলেন নিষ্পাপ।

মুহাম্মাদ ﷺ কি দ্বীনের বিষয়ে ভুল করতেন?

রাসুল ﷺ দ্বীনের বিষয়ে ভুল করতে পারেন, কিন্তু সীমিত আকারে। ওয়াহি আসার প্রেক্ষাপট তৈরি হবার জন্য তাঁর দ্বারা ভুল সংঘটিত হতো। এটিই একমাত্র পরিস্থিতি যেখানে তিনি ﷺ ভুল করতেন। আল্লাহ্ই তাঁকে দিয়ে ভুল করাতেন যাতে ওয়াহির মাধ্যমে তা সংশোধনের পদ্ধতি জানানো যায়। যেমন- সুরাহ্ আবাসায় উল্লিখিত অন্ধ লোকটির সাথে আচরণের ব্যাপারে রাসুল ﷺ ভুল করেছিলেন। ফলে, আল্লাহ্তায়ালা ওয়াহি নাযিল করে তাঁকে তিরস্কার করে সংশোধন করে দেন। তেমনি একবার আসরের সলাতে রাসুল ﷺ চার রাকায়াতের পরিবর্তে দুরাকায়াত পড়ে সালাম ফিরিয়ে ফেলেন, এতে সবাই বিস্মিত হয়ে পড়ে। যুল ইয়াদাইন নামে এক ব্যক্তি বলেন, 'ইয়া রাসুলাল্লাহ, সলাত কি কমে গেছে না আপনার ভুল হয়েছে?' (প্রশ্ন করার আদাবটিও লক্ষ্যণীয়) রাসুলুল্লাহ্ বললেন, 'সলাত কমেও যায়নি, আমিও ভুল করিনি।' ভুল করার ব্যাপারটি তাঁর মনে ছিলো না। তিনি অন্য সাহাবিদের জিজ্ঞেস করলে তাঁরা যুল ইয়াদাইনের সাথে একমত হন। তারপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আরও দুই রাকায়াত সলাত আদায় করেন। আজ আমরা সাজদা সাহুর নিয়ম জানি। যেহেতু মানুষ হিসেবে আমাদের ভুল হওয়াটা অপরিহার্য, রাসুলুল্লাহ ﷺ ভুল না করলে আমরা জানতে পারতাম না যে, সলাতে ভুল করলে কীভাবে তা সংশোধন করতে হয়।

আমরা বিশ্বাস করি, কুরআনে কোনো ভুল নেই। হাদিসেরর ব্যাপারেও একই আকিদাহ্ পোষণ করতে হবে।

২. ‘যিহার’ কি হারাম?

‘যিহার’ হলো- যখন একজন লোক তার স্ত্রীকে এরূপ বলে, ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো।’ এটি নিষিদ্ধ, কারণ আল্লাহ্তায়ালা এই আয়াতে একে হারাম করেছেন। জাহিলিয়াহ্র যুগে যিহারকেই বিবাহবিচ্ছেদ হিশেবে গণ্য করা হতো; এর পরিবর্তে ইসলামে তিন ধরনের বিবাহবিচ্ছেদ পদ্ধতি রয়েছে। ‘যিহার’ বৈধ তালাকের চেয়ে নিকৃষ্ট, কারণ এর মাধ্যমে একজন স্ত্রীলোক তার স্বামীর জন্য চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, যেমনি একজন মা তার সন্তানের জন্য চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ।

একজন বৃদ্ধা আল্লাহ্র রাসুল ﷺ-র কাছে আসলেন এবং তাঁর স্বামীর ব্যাপারে অভিযোগ করলেন যে, তিনি তাঁর স্বামীকে সারা জীবন সেবা করেছেন এবং যখন তিনি বৃদ্ধা ও সন্তান জন্মদানে অক্ষম হলেন, তাঁর স্বামী তাঁকে বললেন, ‘তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মতো।’ এতে তিনি খুব পীড়িত হন। সত্যিই তিনি তালাকপ্রাপ্ত হয়ে গেলেন কিনা, তা আল্লাহ্র রাসুল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি ফিসফিস করে আল্লাহ্র রাসুল ﷺ-র এর কাছে তাঁর কথাগুলি ব্যক্ত করলেন এবং এর অল্পক্ষণ পরেই সুরাহ্ মুজাদালাহ্র প্রথম চারটি আয়াত নাযিল হলো-

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

যে নারী তার স্বামীর বিষয়ে আপনার সাথে বাদানুবাদ করছে এবং অভিযোগ পেশ করছে আল্লাহ্র দরবারে, আল্লাহ্ তার কথা শুনেছেন। আল্লাহ্ আপনাদের দুজনের কথাবার্তা শুনেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবকিছু শুনেন, সবকিছু দেখেন।[১৪]

---

[১৪] সুরাহ্ মুজাদালাহ্- ৫৮:১

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে, তারা তাদের মা নয়। তাদের মা তো তারাই যারা তাদের জন্মদান করেছে। তারা তো ঘৃণ্য ও মিথ্যা কথাই বলে। আর আল্লাহ্ তো মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।[১৫]

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۚ ذَٰلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা থেকে ফিরে আসে, তবে তাদের একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একটি দাসকে মুক্ত করতে হবে। তোমাদেরকে এই উপদেশই দেয়া হচ্ছে। তোমরা যা করো আল্লাহ্ তার খবর রাখেন।[১৬]

فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

যার এ সামর্থ্য নেই, সে একে অপরকে স্পর্শ করার আগে একাধারে দুই মাস সওম পালন করবে। যে তাও পারবে না, সে ষাটজন মিসকিনকে খাওয়াবে। তোমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ইমান স্থাপন করো, সেজন্য এই বিধান। এগুলো আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান। আর কাফিরদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।[১৭]

এভাবে আল্লাহ্তায়ালা ‘যিহার’ প্রথাকে বিলুপ্ত করেছেন। কেননা, এটি ছিলো জুলম এবং এটি তালাকের কোনো ন্যায়সঙ্গত পদ্ধতি নয়।

---

[১৫] সুরাহ্ মুজাদালাহ্- ৫৮:২

[১৬] সুরাহ্ মুজাদালাহ্- ৫৮:৩

[১৭] সুরাহ্ মুজাদালাহ্- ৫৮:৪

কেউ যিহার করে ফেললে তাকে তিনটির যেকোনো একটি করতে হবে-

— একটি দাস আযাদ করা

— যদি দাস না থাকে, তবে একাধারে ষাটটি সওম পালন করা

— সওম পালনে সমর্থ না হলে ষাটজন মিসকিনকে পেট ভরে খাওয়ানো

এটি এজন্য- এ দ্বারা বুঝানো যায় যে, একজন স্ত্রীর কাছে এই ধরনের কথা কতটুকু কষ্টদায়ক। এই কাফফারা আদায় এবং তাওবাহ্ করার পর মহিলাটি আবার তার স্বামীর জন্য স্ত্রী হিশেবে গণ্য হবে।

৩. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

এ ব্যাপারে ভুল করলে তোমাদের কোনো পাপ হবে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা; তবে আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১৮]

এই আয়াতে ভুল ও ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ্তায়ালা কী বুঝিয়েছেন?

এখানে আল্লাহ্ বলেছেন- যারা ভুল করে তাদের কোনো পাপ হবে না, কিন্তু যারা ইচ্ছা করে এমনটা করে তাদের পাপ হবে।

এই ব্যাপারে দুটো মতামত হলো,

— মুজাহিদ رحمه الله বলেন, 'আয়াত নাযিল হওয়ার আগে যা করা হয়েছিল, তা হলো 'ভুল' এবং আয়াত নাযিল হওয়ার পর যা করা হয়, তা হলো 'ইচ্ছাকৃত'।'

— কাতাদাহ رحمه الله বলেন, 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে যা করা হয় না, তাই 'ভুল'।'

---

[১৮] সুরাহ্ আহ্যাব- ৩৩:৫

৪. কেউ কি কাউকে 'হে ভাই', 'হে বন্ধু', 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করতে পারবে?

এই আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামি ভ্রাতৃত্বের বহিঃপ্রকাশ হিশেবে কেউ অপরকে এ ধরনের সম্বোধন করতে পারে। কেউ যদি অন্যকে স্নেহের প্রকাশ হিশেবে 'হে বৎস' বলে- তাও জায়েয। এটি ওই হাদিসে দেখা যায়, যখন হাজ্জের সময় সাহাবিগণ যুহরের আগে শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ছিলেন এবং আল্লাহ্‌র রাসুল ﷺ শুধরে দেয়ার জন্য তাঁদের ডাকলেন যে, পাথর ছুড়তে হবে যুহরের পর। তিনি তাঁদের বললেন, 'হে আমার ছেলেরা, সূর্যোদয়ের আগে তোমরা পাথর নিক্ষেপ করো না।' স্নেহের খাতিরে তিনি এই সম্বোধন করেছিলেন; আল্লাহ্‌র রাসুল ﷺ একদল সাহাবিকে উদ্দেশ্য করে এই সম্বোধন করেছিলেন। স্নেহ প্রকাশার্থে আনাস رضي الله عنه-কেও তিনি 'হে বৎস' বলে সম্বোধন করেন।

যদি কেউ তাদের পিতৃপরিচয় না জানেন, তবে তিনি তাদেরকে 'হে বন্ধু' বলে সম্বোধন করতে পারেন।

৫. ইসলামে দত্তকগ্রহণ করা জায়িয?

দত্তক নেওয়ার ব্যাপারে ইসলামের হুকুম হলো- একজন একটি বাচ্চাকে দত্তক নিতে পারে, কিন্তু বাচ্চাটির নামের সাথে তার প্রকৃত পিতার নাম যুক্ত থাকতে হবে। যদিও দত্তক নেয়া জায়েয কিন্তু কারও জন্য এটি জায়িয নয় যে, পালিত পালকের রক্তপরিচয় দিয়ে বড় হবে। অন্যের সন্তানকে তার পিতৃপরিচয় গোপন করে নিজের রক্তের সাথে সম্পর্কিত করা কবিরা গুণাহ। রাসুল ﷺ বলেন, 'যদি কেউ তার পিতা বা পরিবার ছাড়া অন্য কারও দিকে তার সম্পর্ক জুড়ে দেয়, তবে তার ওপর আল্লাহ্‌র লানত বর্ষিত হোক এবং লানত বর্ষিত হোক মালায়িক ও সব মানুষের। আল্লাহ্‌ তার কাছ থেকে তাওবাহ্‌ ও কাফফারা গ্রহণ করবেন না।'[১৯] আরেকটি হাদিসে এসেছে, 'যদি কোনো লোক জেনেশুনে নিজ পিতা ছাড়া অন্যের দিকে তার সম্পর্ক জুড়ে দেয়, তবে সে কুফ্‌রি করল।'[২০]

---

[১৯] বুখারি ও মুসলিম

[২০] বুখারি ও মুসলিম

‘যদি কেউ জেনেশুনে তার সম্পর্ক নিজ পিতা ছাড়া অন্যের দিকে জুড়ে দেয়, তবে তার জন্য জান্নাত হারাম।’[২১]

আল্‌আলুসি ও ইবনু কাসিরের মতে, যদি কেউ স্নেহবশত কাউকে বলে, ‘হে পুত্র! যাও, এই কাজটি করো..’, তাহলে তা হারাম হবে না।

এমন ক্ষেত্রে দত্তকসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি (বর্তমান সময়ে) পালিত বাচ্চাকে একটি মিথ্যা নাম দিয়ে থাকে- তা এই গুণাহর মাঝে পড়বে। এতে বাচ্চাটির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই এবং যাদের কারণে কাজটি হয়েছে, গুণাহর ভার তাদের ওপরই পড়বে।

[২১] বুখারি ও মুসলিম

আয়াত থেকে প্রাপ্ত মৌলিক শিক্ষা

১. আল্লাহ্‌তায়ালাকে ভয় করার আদেশ।

২. ইমানের স্তম্ভগুলির মাঝে রয়েছে- আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা এবং সবসময় সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র কাছে আত্মসমর্পণ করা।

৩. জাহিলিয়াতের যুগের যেসব শয়তানি ও বাজে সংস্কৃতি ইসলামে নেই এবং যেগুলির ব্যাপারে ইসলাম সাবধান করেছে- সেগুলি উচ্ছেদ করা।

৪. দুই অন্তরের দাবিদার মিথ্যাবাদী।

৫. স্ত্রী মায়ের মতো হতে পারে- এ বিশ্বাস রাখা জাহিলিয়াহ্‌ ও হারাম।

৬. নিজ পুত্র ছাড়া অন্য কাউকে পুত্র হিশেবে স্বীকৃতি দেয়া হারাম। কিন্তু তাকে লালন পালন করা যাবে এবং প্রকৃত নামে ডাকতে হবে।

৭. ইসলামি নিয়ম অনুযায়ী কাউকে ‘আমার ভাই’, ‘আমার বন্ধু’ ইত্যাদি নামে ডাকা জায়িয আছে।

৮. ভুল কিংবা অনিচ্ছাকৃত কোনো অপরাধের জন্য আল্লাহ্‌তায়ালা কাউকে দায়ী করবেন না।

৯. আল্লাহ্‌তায়ালা রাসুল ﷺ-কে সম্মানার্থে ‘يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ , يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ’ বলেছেন। আমাদের পিতামাতার মতো কোনো সম্মানিত ব্যক্তিকে কীভাবে সম্মান করতে হবে, এখান থেকে এরই শিক্ষা পাই।

১০. রাসুলগণ কোনো ভুল করতে পারেন না, যদি না আল্লাহ্‌তায়ালা ভুলের মাধ্যমে আমাদের একটি উত্তম শিক্ষা দিতে চান এবং এর মাধ্যমে আমরা বৃহত্তর শিক্ষা লাভ করতে পারি।